Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/13]

ওঁ

তৎ সৎ

শ্রদ্ধানন্দ-রচিত সঙ্গীত কতিপয় সাধন শান্তি কুটীর হইতে প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীমান কমলেশ চক্রবর্ত্তী (ফটিক) স্বরতাল যোজনা করিয়া সুধিগণের শ্রুতিমধুর করতঃ শ্রীগুরুর পদপঙ্কজে প্রণত।

মদীয় প্রাণাধিক শ্রীমান্ কমলেশের সঙ্গীত-সাধন ক্ষেত্রে স্বনামধন্য সাধনাচার্য্য গুরুত্রয়ের নাম নিত্য প্রাতঃ-স্মরণীয়। প্রাতঃস্মরণে প্রথম গুরু শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় গুরু ৺জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এবং তৃতীয় গুরু ৺গগন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীগুরুত্রয়ের করুণাপ্রসাদে কমলেশ মধ্য ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন সঙ্গীত মহা-বিদ্যালয় ও শিক্ষায়তনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত হইয়া বর্ত্তমানে দেরাদুনস্থ শ্রীসাধুরাম-প্রতিষ্ঠিত কলেজের সঙ্গীতাচার্য্য পদে সম্মানিত। সম্মান সুধিসমাজকে চমৎকৃত করে। এ ক্ষেত্রে দুঃখের হেতু এই যে শ্রীমান্ কমলেশ বহু শ্রম স্বীকার করিয়া মদীয় সঙ্গীত কতিপয়ের স্বরলিপি যোজনা করিল, কিন্তু দৈবসংঘাতে স্বরলিপি মুদ্রাঙ্কণ হইল না। এক্ষেত্রে কালের আজ্ঞা—নিয়তিসৎকারে শান্তি সংগ্রহ করিয়া শ্রীমানের মস্তকে শান্তিবারি সিঞ্চন কর—তাহাই করিলাম—

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

সাধন শান্তি কুটীর,
রাজপুর—দেরাদুন
মাঘ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রদ্ধানন্দ (ভিক্ষুক)

ওঁতৎসৎ

শ্রদ্ধানন্দ-রচিত সঙ্গীত গাথা রাজপুর সাধন শান্তি কুটীর হইতে প্রকাশিত হইল। প্রকাশক শ্রীমান্ কার্ত্তিক চরণ লাহা। শ্রীমান্ পুণ্যধর্ম্ম প্রীতিমাপন্নে পুণ্যশীলা শ্রীমতী যোগমায়া লাহা সহ দানযজ্ঞে পুণ্যধর্ম্ম প্রস্রবণে মুদ্রাঙ্কণে যাবতীয় অর্থ দান করিয়া নিয়তি সৎকারে কালের ধ্যানে পরম শান্ত—

ওঁ শান্তম্—শিবম্—মঙ্গলম্—

প্রকাশকের ঠিকানা ও প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীকার্ত্তিকচরণ লাহা
৩৭নং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯।

তোমাদের মঙ্গল অভিষেকে
শ্রদ্ধানন্দ (ভিক্ষুক)

## মঙ্গল আশীষ

মদীয় রচিত সঙ্গীতগুলি মুদ্রাঙ্কণে শ্রীমৎ স্বামী সুধানন্দের পরিশ্রমের তুলনা কি দিব? অতুলনীয় শ্রমসাক্ষাতে অনুভূতি করি এই, ষড়্‌রিপুগণ একত্র হইয়া সাধককে আক্রমণ করিলে সাধক ষট্‌সুরের দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদ্রূপ ক্লান্ত হইয়া পড়েন তদ্রূপ শ্রমস্বীকার করিয়া তিনি বিজয়ী হইয়াছেন, অদ্য সুধানন্দের বিজয় প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রদ্ধানন্দে সুধানন্দে আনন্দঘণ—

শান্তম্—সুন্দরম্—চিদানন্দম্—মহৎসুখম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# সূচীপত্র



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS





* তারকা চিহ্নিত গানগুলি আমার পরমপ্রিয় কমলেশ কর্তৃক রচিত ও গীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS





* তারকা চিহ্নিত গানগুলি আমার পরমপ্রিয় কমলেশ কর্ত্তৃক রচিত ও গীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তৎ সৎ।

## শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা।

### প্রণাম।

ওঁ ঐঁ গুং শ্রীগুরবে নমঃ॥

ওঁ ত্রৈলিঙ্গম্ শিবলিঙ্গম্ মহাযোগী যোগীশ্বরম্।
প্রসীদ ত্বম্ জগদ্‌গুরো তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১॥

ওঁ যোগানন্দে মহানন্দম্ শিবানন্দে শক্তিপ্রিয়ম্।
জ্ঞানভক্তি প্রিয়প্রিয়ম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২॥

ওঁ জ্ঞানচক্ষুর্দ্দিব্যদানম্ চরাচর গুরুজ্ঞানম্।
ভূতভ্রান্তি-উপশমম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৩॥

ওঁ সৃষ্টিকল্পে চতুর্ম্মুখম্ স্থিতিকল্পে চতুর্ভুজম্।
নির্ব্বিকল্পে মহেশ্বরম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪॥

ওঁ পরব্রহ্ম কল্পাতীতম্ কোটিকল্প অঙ্কস্থিতম্।
গুরুদেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৫॥

ওঁ গুরুদেব গর্ব্বহরম্ সর্ব্বপাপহরম্ হরম্।
মোক্ষদেব মহেশ্বরম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ২

স্বর-বাউল। তাল—দাদ্‌রা।

সাধন তত্ত্ব।

দেখ ছুতোরের নারী বলিহারি কি মজার সাধন কোরেছে।
দেখে তার সাধনশক্তি জন্মে ভক্তি যুগে যুগে যোগ শিখেছে॥
এক হাতে জ্বাল ঠেলে দেয় ধান্য নাড়ে,
আর এক হাতে দিচ্ছে শিকে।
নিকটে কাঁদ্‌লে ছেলে কোলে তুলে স্তন দিয়ে প্রবোধ দিতেছে॥
এলে কেউ গুরুজনা ঘোমটা টেনে,
খোদ্দের এলেও চিড়ে বেচে।
এত কাজ ক'রছে একা, যায়না দেখা, মন রেখেছে গড়ের কাছে।
যত যা' কর ভবে এমনি ভাবে মন রেখো সেই গুরু-পদে॥

---

শ্রীশ্রীস্বামীজীর নয় বৎসর বয়ঃক্রমে এই সঙ্গীতটি রচিত।

গীত নং ৩

রাগ – ভৈরবী। তাল—দাদ্‌রা।

ভজন-অঙ্গ।

প্রথম পাদেতে সকলি করি মা নিদ্রিতা গো তুমি।
পাপ-পুণ্য উভয়ই আমার কিবা দিবা কিবা যামী॥
দ্বিতীয় পাদেতে থাকি' সাথে সাথে সকলি করাও তুমি।
পাপ নাহি হয় পাইয়ে আশ্রয় কেবল পুণ্যভূমি॥
তৃতীয় পাদেতে সকলি কর মা দ্রষ্টা-স্বরূপে আমি।
পাপ-পুণ্য সকলি অতীত, অতীতা যে গো তুমি॥
চতুর্থ পাদেতে হ'লে পদার্পণ ভিক্ষুক তখন হয় গো নিধন।
আলোক আঁধার কি যে তখন নাহি জানি আর আমি॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৪

রাগ—ভৈরবী। তাল—একতালা।

ঠুংরি অঙ্গ।

মন চল এবার নারায়ণে।
তুমি আমি আর মান-অভিমান বুঝিলাম এতদিনে॥
ভাই বন্ধু আর দারাসুত, নারায়ণ-মন্ত্রে কর মন্ত্রপূত।
পঞ্চভূতে মোরা হ'য়ে ভূতগ্রস্ত হাসি কাঁদি অকারণে॥
কারণের ঠাঁই কোন কারণ নাই, সুখ-দুঃখ পাই মান-অভিমানে।
অভিমানে রাইয়ের মূর্চ্ছামরণ, পাতালে গমন সীতা অভিমানে॥
মান অভিমান যার নারায়ণে, শতচন্দ্রসূর্য্য তার গগনে।
দারাসুত-ব্রত হ'বে উদ্‌যাপন নারায়ণ দরশনে॥
পঞ্চভূতে পঞ্চরতন পঞ্চবদন নামসুধা-পানে।
পরশনে হ'বে পরম শান্তি শ্রদ্ধানন্দ আলিঙ্গনে॥

গীত নং ৫

রাগ—ভৈরবী। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )।

ঠুংরি অঙ্গ।

তৃষিত নয়নে জীবনসখা সাধিব জনমে মরণে।
তুমি জনমভাতি, আমার মরণ-জ্যোতিঃ, মরিব তোমারি শরণে॥
পুলকিত প্রাণ, চন্দ্রবয়ান, অশ্রুপূর্ণলোচনে।
বাঁচি যদি সখা, তাহে ক্ষতি নাই, পাই যদি প্রাণ-অপানে॥
দিয়েছিলেন বিধি, নিয়েছিলেন বিধি বিধিমত শাসনে।
তাই বাঁচিতে ডরাই, পেয়ে বা হারাই, হারাই হারাই গাহি গানে।
ভিক্ষুকের গান, শান্তিসাধন, অনন্ত প্রেমে অনন্ত ধাম।
শিহরে পুলক, আঁকিবে তিলক, অশ্রু ঝরিবে দুনয়নে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৬

রাগ—আসাবরী। তাল—দাদ্‌রা।

ভজন অঙ্গ।

মা মা বলে যতই ডাকি তত কেন কান্না পায়।
মায়ের পায়ের শ্মশান ধুলা চোখের জলে ধোয়া যায়॥
অপরাধ যদি হ'য়ে থাকে মাতঃ ক্ষমা কোরো শিবসাধনায়।
শিবের অঙ্গে যোগ বিভূতি চোখের জলে শোভা পায়॥
শিবের তুমি নয়নতারা, তারা তারা ব'লে ডাকে যা'রা।
হোক্‌না তাদের কপাল পোড়া শিবের আগে শিবত্ব পায়॥
মহাকালে মহেশ্বর, মহাধ্যানে দিগম্বর।
মহেশ্বরী দিগম্বরী শিবযোগে সৃষ্টি-ইচ্ছায়॥
শিরে গঙ্গা বুকে তারা, ধর্ম্মবাহনে ত্রিশূল ধরা।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করা মহাযোগে কিছুই নয়॥
শ্রদ্ধানন্দ বলে ওমা তারা, তব পদে মোর ঋতম্ভরা।
সাধনশেষে আছি ব'সে মা রাখিস্‌ মাগো রাঙ্গা পায়॥

## গীত নং ৭

রাগ—আসাবরী। তাল—একতালা।

ভজন অঙ্গ।

ওহে ধরাধর, ধরা-ভারে কি সুখ তোমার কে জানে।
দেহ-ভারে কুব্জ আমি তুমি সোজা কোন্‌ সাধনে॥
সাধন যদি সহজ হয়,
সোজা থাকা তো কঠিন নয়।
কর্ম্মপাকে সাধন বাঁকা—ধর্ম্মকথা লোকসদনে॥
সত্য ধর্ম্ম, মিথ্যা পুণ্য,
পুণ্যস্মৃতি মনে প্রাণে।
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা সহজ সাধন এই সাধনে॥
সহজ সাধনে বিষ্ণু-ভক্তি,
শক্তি-সাধনে শক্তি পাই।
শ্রদ্ধানন্দের সহজ সাধন, ব্রহ্ম সত্য শিবসদনে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৮

রাগ—আসাবরী। তাল—তিনতাল ( তেতালা

খেয়াল অঙ্গ।

বিশ্বজননি, রচিয়া বিশ্বখানি দৃশ্য মাঝে দিলে দরশন ॥
আমি যদি থাকি ভালো, আমাতে তোমারি আলো।
আলো জ্বেলে দেখি আলো, আলোয় আলো বিকীরণ ॥
অন্ধ দেখে সব অন্ধকার, দিব্যলোকে দিব্য বিহার।
নিরাকারে তুমি নিরাকার, সাকারে সাকার সন্দর্শন ॥
সূর্য্যে সূর্য্য মাধুর্য্য সূর্য্য, সূর্য্যে সূর্য্য অখণ্ড মিলন।
নয়ন সূর্য্য গগন সূর্য্য, সূর্য্যে সূর্য্য বিনোদন ॥
হৃদয়েতে তব পদচিহ্ন, আমি নহি তুমি-ভিন্ন।
শ্রদ্ধানন্দ হ'ল ধন্য পেয়ে তব পরশন ॥

গীত নং ৯

রাগ—জৌনপুরী। তাল—কহরবা।

খেয়াল অঙ্গ।

ওহে নারায়ণ, জলদবরণ, জলে দেখি অগ্নি জ্বলে।
সাক্ষী তুমি দেখাদেখির, স্থলের আগুন নিভে জলে ॥
আমি নর, তুমি নারায়ণ,
অঘটন ঘটন তোমার নিয়ম।
নররূপে তুমি দিলে দরশন, আমি ছিলাম নারায়ণে ॥
সে দিনের কথা হৃদয়েতে গাঁথা,
অনশনে বসি' একাসনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল দাঁড়ায়ে দূরে সুধাপান তোমার ধ্যানে ॥
নারায়ণ সুধা অনির্ব্বচনে,
সমাধি-মগন ছিনু সুধাপানে।
শ্রদ্ধানন্দের কি আনন্দ আনন্দমগন নারায়ণে ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ১০

রাগ—জৌনপুরী। তাল—তিনতাল ( তেতালা )।

আগমনী।

আয় মা উমা, মহেশবামা, আয় মা তুই কৈলাস ছেড়ে।
অকাল বোধনে কাঁদিল হিয়া, ত্বরিত আয় মা সিংহোপরে ॥
গণেশকে তো আস্‌তেই হ'বে মা,
তা'র পূজা যে সবার আগে।
কার্ত্তিক আস্‌বে ময়ূরে চ'ড়ে, দশদিক রক্ষা ধনুক ধ'রে ॥
বিদ্যা-সম্পদ দেখ্‌বো মাগো,
পা'ব মা তোর দক্ষিণ বামে।
শিবের আজ্ঞা ব্রহ্মচর্য্যা, শক্তিপূজা তন্ত্রসারে ॥
কল্পারম্ভ প্রতিপদে মা,
রামরচিত রাবণবধে।
আমরা মাগো রামের প্রজা, তোর পূজা তাঁ'র অনুসারে ॥
সপ্তমী অষ্টমী হ'ল অবসান,
নবমীতে চক্ষুদান গো।
নবদুর্গার অধিষ্ঠান, নিলি রামের ধনুক কেড়ে ॥
আমরা মা তোর মানবসন্তান,
চক্ষুদান যে মা মন্ত্র প'ড়ে।
শ্রদ্ধানন্দে দিয়ে দেখা নে মা তা'র পুঁথি কেড়ে ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ১১

রাগ—জৌনপুরী। তাল—তিনতাল ( তেতালা )।

খেয়াল অঙ্গ।

কোন্ ভাবে কা'রে পোষো দয়া ক'রে, কে বুঝিতে পারে ওহে দয়াময়।
অবতারে অবতারে তুমি এসো দয়া ক'রে, তোমার দয়া পাই সর্ব্ব সময়॥
অহল্যা-পাষাণী ছিল কি সে জ্ঞানী,
পদরজঃ দিয়ে উদ্ধারিলে তুমি,
জগাই মাধাই ভাই দুইজন,
তা'রা ক'রেছিল কি সাধন ভজন।
প্রেম-আলিঙ্গনে দিয়ে আলিঙ্গন প্রেমেতে ডুবা'লে ওহে প্রেমময়॥
হরি আবার এসে তারিলে গিরীশে,
বিশ্ব ঘোষে জয় রামকৃষ্ণ,
তুমি হে অনন্ত, অনন্ত ব্যাখ্যান,
কোন্ ব্যাখ্যান পেয়েছে সন্ধান।
ভিক্ষুকের গান, রামকৃষ্ণ নাম আছে সদা তাই রসনায় রসনায়॥

গীত নং ১২

রাগ—ভৈরব। তাল—দাদ্‌রা।

খেয়াল অঙ্গ।

দিবস যামিনী কাঁদিতে পারিনা হাসিব বল কোন্ প্রাণে।
উপহাস হাসি হাসি আমি, সে হাসি নয় সন্ধিক্ষণে॥
অনুরাগ রাগে কাঁদে সুজন, তা'র হাসিতে সুধা বরিষণ।
অমানিশায় উদিত তপন, সুজন হাসে সেই ক্ষণে॥
হাসিতে ফোটে হাসির বরণ, পুষ্পিত হয় কমলাসন ( কমল আসন )।
ঈপ্সিত নরনারায়ণে—শুদ্ধ বুদ্ধি চিরন্তনে॥
ভিক্ষুকের সব ভাসা, না হ'ল কাঁদা হ'লনা হাসা।
কেবল মাত্র যাওয়া আসা, লেখা আছে বেদ পুরাণে॥
নিত্য সত্য বেদের পার, পুরাণ কি বলিবে আর।
যাওয়া আসা কোথায় কা'র পাইনা খুঁজে মহাধ্যানে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ১৩

রাগ—ভৈরব। তাল—একতালা।

খেয়াল অঙ্গ।

আমি যদি না পাই আমার সন্ধান অপরে কি তা' বলতে পারে।
তবে কেন আমি আমার তরে ঘুরে বেড়াই দ্বারে দ্বারে॥
আমি এসেছি, আমি চ'লে যাব, আমার বিনাশ কভু কি সম্ভব।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হ'লেও অসম্ভব আমি ক্ষর অক্ষরে॥
আমার শক্তিতে 'আমি' মুগ্ধ হয়, সর্ব্বজীবে তা'রে ওগো মায়া কয়।
চয় অপচয় তাহে কিবা হয়, তবে কেন ভয় করে নরে॥
আমার ভাবে আমি দেখি চরাচর।
ভাবচক্রে আমি হই রূপান্তর।
কভু পীতাম্বর, কভু দিগম্বর, মিশে যাই কভু অম্বরে অম্বরে॥
আমার লীলা আমি বুঝিতে না পারি,
আমার কাছে আমি নতশির করি।
একত্ব আমি বহুরূপ ধরি' ডুবে যাই সেই রূপসাগরে॥
আমার সন্ধানে সদা 'আমি' মরে
আমার তত্ত্ব কে আর করে।
শ্রদ্ধানন্দ বলে আমি আমার তরে প'ড়েছি আমি আমারই ফেরে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ১৪

রাগ—ভৈরব।   তাল—একতালা।   ( ভাতখণ্ডে পদ্ধতি )।

ভজন অঙ্গ।

সুখ অন্বেষিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম সুখী তিনজন।
যথায় যাইলে সুখের বিরাম তথায় শান্তি সঙ্গোপন॥
প্রাণ চাহে সুখ মন দেয় বাধা,
গায়ে মাখে কত বাসনার কাদা।
কেহ সুখী ন'ন, দুখী সর্ব্বজন, বিশ্বের এই আকিঞ্চন॥
তিন জন সুখী সুখের বারতা,
তিন জনেই বিশ্ব-নিয়ন্তা।
গড়া-ভাঙ্গায় দু'জন সুখী, দেখে সুখী তা'দের একজন॥
যে জন গড়ে সে জন ভাঙ্গেনা,
যে জন ভাঙ্গে সে জন গড়েনা।
যে জন দেখে সে জন শোনেনা, এক ধারা এক চিন্তন॥
সুখ যদি চাও এক বেছে নাও,
এক চিন্তা, এক পরায়ণ।
এক পরায়ণে শ্রদ্ধানন্দ—অপরূপ রূপ স্বরূপ ধ্যান॥



২   CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ১৫

রাগ—মিশ্রবিলাবল। তাল—দাদ্‌রা।

রামপ্রসাদী।

মন চিরদিন রইলে শিশু।
নয়নবারি কে মুছা'বে মা প'ড়েছে বাবার পিছু॥
বাবায় রেখে চরণতলে,
মা দাঁড়িয়ে এলো চুলে।
উলঙ্গ-পরে উলঙ্গিনী, সবার মাথা ক'রলে নীচু॥
শিবের সংসার মায়ার পার,
মা থাকেন বাবার উপর।
জীবের সংসার মায়ার ভিতর মা র'য়েছে বাবার নীচু॥
কুমার-সুলভ চিরশিশু,
যৌবন তা'র বলির পশু।
মহাযোগে শিবের আগে ব্রহ্মাণ্ডের সবাই শিশু॥
গগন-পবন স্তব্ধ নয়ন,
শিবের যোগে ভীত শমন॥
শ্রদ্ধানন্দের কি আনন্দ মায়ের পায়ে ঝরিছে অশ্রু॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ১৬

রাগ—বিলাবল। তাল—দাদ্‌রা।

রামপ্রসাদী।

মন শোন তোমায় বল্‌ছি কিছু।
ভাল সবাই ভালবাসে মন্দটা কি অন্য কিছু॥
এখন মন্দ তখন ভাল,
মন্দটাই তো ভাল হ'ল।
ভাল-মন্দ এক আধারে নিয়ত বাস মাথাপিছু॥
ভাল চাও তো মন্দ ধর,
ধর'বার আগে ভাল ছাড়।
ছাড়পত্র সাক্ষর কর সাক্ষীর পায়ে মাথা নীচু॥
সাক্ষ্যস্বরূপ সত্যনারায়ণ,
তিন সত্যেতে করেন ভ্রমণ।
তিন সমর্পণ নারায়ণে নীচু মাথা হ'বে উঁচু॥
শ্রদ্ধানন্দের বর্ত্তমান,
ভালর চেয়ে মন্দ মহান্‌।
শুনেছি সেই এক সবার মহান, থাক্‌রে তার পিছু পিছু॥

গীত নং ১৭

রাগ—মিশ্র বিলাবল। তাল—দাদ্‌রা।

রামপ্রসাদী।

মন তো নহ চিরসাথী।
আমরা সবাই সাধন প্রীতি, সিদ্ধি হ'লেই শব সমাধি॥
তুমি আমি ছাড়াছাড়ি,
এতো নহে নূতন নীতি।
এক পুরাতন নিত্য নূতন চ'লছে তো সেই যথারীতি॥
রীতিমত শিক্ষালাভ,
তা'র পরে তো দীক্ষাগীতি।
চাষ বিহনে ফসল বোনা অধম চাষীর অধোগতি॥
মন যদি হয় লয়-মতি,
আনন্দ হয় অনুভূতি।
শ্রদ্ধানন্দের সাক্ষী চেতন প্রত্যক্ষেতে পরম গতি॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ১৮

রাগ—মিশ্রবিলাবল। তাল—দাদ্‌রা।

রামপ্রসাদী।

মজিয়ে দে মা মনে প্রাণে। ( আমায় )
শিবের মজা লুট্‌বো আমি শিবশক্তি অভেদ জ্ঞানে ॥
( যদি ) ভক্তি না হয় শক্তি পদে,
শক্তি ক্ষয় মা পদে পদে।
( ওমা ) আদ্যাশক্তি, শিবের উক্তি ভক্তি-মুক্তি ওই চরণে ॥
কাতর নও মা যুক্তি দিতে,
কাতর কেন ভক্তি দিতে।
যুক্তি দেখাও শিবসদনে মুক্তি হয় কি ভক্তি বিনে ॥
সবই যখন পা'ব মাগো,
এই মিনতি তোমার কাছে—
শ্রদ্ধানন্দের সব পাওয়া যদি চরণ পায় মা শেষের দিনে ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ১৯

রাগ—মিশ্র বারবা ( বারোয়াঁ )। তাল—দাদ্‌রা।

ঠুংরি অঙ্গ।

বন্ধু, তুমি এসেছ ভাল, বন্ধুর পথে চল হে চল।
সঙ্গে থেকে দিবারাত্র সাধন পথের শত্রু দল' ॥
এখন আমার সময় ভালো,
কালো মেঘে গগন আলো।
কালোয় আলোয় চিরকাল, আপন স্বভাবে আছ ভাল ॥
আলো নিজে দেয় না আলো,
আলোর সাথে আছে কালো।
রাধা আলো কৃষ্ণ কালো, কালী কালো শিব আলো ॥
কালোয় আলোয় নির্বিকার,
প্রাক্তন ক্ষয় এই প্রকার।
শ্রদ্ধানন্দের শিব-শ্যামে কালোয় আলোয় লাগে ভাল ॥

গীত নং ২০

রাগ—মিশ্র বারবা ( বারোয়াঁ )। তাল—দাদ্‌রা।

ঠুংরি অঙ্গ।

বন্ধু, ছাড়িয়ে বন্ধু তুমি নয়ন বিন্দু পারে।
যাওয়া যদি তোমার পাওয়া, নয়নে মুকুতা ঝরে ॥
বিরহ-ব্যথায় বিবেকী তুমি,
এসেছি শান্তি-সাধনায় আমি।
চুমি গো চুমি হৃদয় চুমি নমি হৃদয় দেবতারে ॥
পরিচয় তো শরীর নয়,
শরীর-তত্ত্ব মনোময়।
আত্মতত্ত্বে মনোজয় আত্মায় আত্মা বিহরে ॥
যাওয়া আসা বার বার,
এই কি বেদের তিরস্কার।
যেওনা বন্ধু এসোনা আর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরঃসরে ॥
অভ্রভেদী গাহিব গান,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব জ্ঞান।
শ্রদ্ধানন্দের কল্পবিরাম বিন্দু সিন্ধু সহস্রারে ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ২১

রাগ—ভীমপলাসী (ভীমপলশ্রী)। তাল—তিনতাল (তেতালা)।

খেয়াল অঙ্গ

আমি গো ভিখারী, নহি বেশধারী।
স্বভাব সদনে ভিক্ষায় হুঁশিয়ারি ॥
মুষ্টি-অন্নে মাগো হয় তুষ্টিলাভ,
যদি হয় মা সে সদাচারী।
কুবেরের দান গরল সমান, যদি থাকে মা ছল চাতুরী ॥
ভিক্ষা-মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম,
পারে যেতে পারের তরী।
প্রেম-ভিক্ষা দিয়ে দীক্ষা অন্তর্দ্ধান সেই প্রেমভিখারী ॥
শূন্য-আবাসে করি বসবাস,
কৃত্তিবাসের দাসের দাস।
মা জননী ভিখারি-ঘরণী, মায়ের দ্বারে পিতা ভিখারী ॥
শিবশক্তিপদ বক্ষে ধ'রে,
শ্রদ্ধানন্দ যুক্তকরে—
প্রেমভিক্ষা মহেশ্বরে ভিক্ষা দে মা মহেশ্বরী ॥

### গীত নং ২২

রাগ—ভীমপলাসী। তাল—তিনতাল ( তেতালা )।

ঠুংরি অঙ্গ।

শিবসীমন্তিনি জননি আমার, আমার বলিতে কে আছে আমার।
যা' ছিল আমার সকলি তোমার, তুমি গো আমার আমি গো তোমার ॥
আশে পাশে দেখি তোমারি প্রতিমা,
শ্বাস-প্রশ্বাস তোমারি গতি মা।
চন্দ্র-সূর্য্য তোমারি জ্যোতি মা, জ্যোতির্ম্ময়ী তুমি মঙ্গল বিহার ॥
ভিক্ষুকের মাগো কর সর্ব্বনাশ,
আমার 'আমি' হউক বিনাশ।
থাকে যদি 'আমি' প্রভু হ'বে তুমি, তব চরণে দাসত্ব স্বীকার ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ২৩

রাগ—ভীমপলাসী। তাল—তিনতাল ( তেতালা )।

ভজন অঙ্গ।

দেবতা পূজিতে সাধ হয় চিতে, পূজিব বল কোন্ দেবতা।
ধাতা বলে মন, ওহে পূজারি, পূজ' ভাগ্যদেবতা ॥
ভাগ্য-পূজা সারাৎসার,
প্রসন্ন-আত্মা পরাৎপর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাগ্য পূজায় নিয়ন্তা ॥
ভাগ্য-কুলে জন্ম সবার,
পুরুষকার প্রীতি-উপচার।
পুরুষকার যত্ন-পন্থা, ভাগ্যদেবতা রক্ষাকর্ত্তা ॥
ভাগ্যপূজায় প্রাক্তনক্ষয়,
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়।
ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য শ্রদ্ধানন্দ ~~[illegible]~~ ॥ আত্মরতা ॥

### গীত নং ২৪

রাগ—ইমন অথবা কল্যাণ। তাল—দাদ্‌রা।

ঠুংরি অঙ্গ।

অনেক ভেবে সার ভেবেছি আর তো আমার ভাবনা নাই।
তুমি আমায় তখন ভাব যখন আমি ভাবি নাই ॥
( আমার ) ভাবনা ছিল দিবারাত্র,
সারতো তখন ভাবি নাই।
অসার ভাবনা সংসার অসার তোমার চরণে পেলাম ঠাঁই ॥
যা'বার পথে বলা ভাল,
সার-অসার দু'টি নাই।
যা' আছে তা' যায়না বলা, যে ব'লবে সেইতো নাই ॥
তিন সত্য পৃথক পৃথক,
এক সত্যে দুই নাই।
সত্য যখন দুই হ'ল, ( ধর্ম্ম যজ্ঞ আরম্ভিল, বহু ধর্ম্ম )
শ্রদ্ধানন্দের ধর্ম্মভাই ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ২৫

রাগ—ইমন অথবা য়মন। তাল—একতালা।

খেয়ালঅঙ্গ। (ভাতখণ্ডে পদ্ধতি)।

হরি নামে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ায় হরি তুমি ব্রহ্মাণ্ডময়।
আমি তো জপি না হরি বুঝলাম হরি-সাধনায়॥
আমি যখন জপে বসি,
হরি তুমি কোলে নাও।
হরি-পরশে হরি হই, চক্ষু হয় জলাশয়॥
মানুষ যখন হরি হয়,
হরি বলা কি সম্ভব হয়।
হরি তখন বলেন হরি, কোলে নাচেন মৃত্যুঞ্জয়॥
তাপস যখন হরি জপে,
তপস্যায় সমুদ্র শুখায়।
হরি যখন হরি বলেন যমুনা গঙ্গা উজান বয়॥
হরি-ভজনে হরি-পূজনে,
মানুষ ভাইয়ের কণ্ঠ শুখায়।
শ্রদ্ধানন্দ হরিপূজনে সপ্ততীর্থ নয়ন ধারায়॥

গীত নং ২৬

রাগ—ইমনকল্যাণ। তাল—একতালা।

খেয়াল অঙ্গ। বাংলা পদ্ধতি।

হরি দুয়ারে প্রহরী দাঁড়ায়ে, হরি কি তবে বেঁচে নাই।
প্রহরী নয় হরি-লহরী, হরি হরি বল ভাই॥
যাহা হইতে যাহা জন্মায়,
সেই নামেই ধন্য হয়।
বাপের ছেলে বাপ হইয়া গণ্য মান্য দেখতে পাই॥
গুরুর শিষ্য গুরু হ'য়ে,
দেন গুরুর পরিচয়।
গুরু-শিষ্য ব্রহ্মপ্রত্যয় যুগসদনে ব'লতে চাই॥
শ্রদ্ধানন্দের দু'টি কথা,
যুগধর্ম্মে যুগের ল্যাঠা।
এ যুগেতে সিদ্ধি ঘোঁটা এইটি আমার গুরুর বড়াই॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ২৭

রাগ—ভূপালী। তাল—দাদ্‌রা।

ভজন অঙ্গ।

(আমায়) যেথায় ল'য়ে যা'বে তথায় যা'ব আমি, বিচার যেন
আর জাগে না মা।
নির্ব্বিচারে সকলি করি মা তুমি যা' করা'বে মা॥
কেটে দেছ মাগো হৃদয়ের গ্রন্থি,
ঘুচেছে আমার মনের ভ্রান্তি।
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী সদাই হৃদে যেন জাগে গো মা॥
সুখ দুঃখ কিছুই নহে গো আমার,
সুখে দুখে তব লীলা বিস্তার।
সুখ দুঃখ মাগো যা' আসে আসুক, স্মরণটি যেন থাকে গো মা॥
ভিক্ষুকের বেদন বোবার স্বপন,
সেটা আর কেবা করিবে বারণ।
শুধু জান তুমি, তুমি অন্তরযামী, তোমার ভরসায় আছিগো মা॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ২৮

রাগ—ভুপালী। তাল—একতালা। (ভাতখণ্ডে পদ্ধতি)।

ভজন অঙ্গ।

জন্মিলে মরণ বিধির লিখন কেহ নারে খণ্ডাইতে।
সুরাসুর গিরি রাজাভিখারী সময় হ'লেই হ'বে যেতে॥
দু'দিনের তরে পাতিয়ে সংসার,
বাঁধন ছাঁদনে করিছ আমার।
(কিন্তু) আসিলে শমন সাজান ভবন ত্যজিয়া যাইতে হ'বে॥
সুখের তরে কত আয়োজন,
নর-পশু হত্যা প্রতিমা গঠন।
(কিন্তু) সৃজিল যে জন সে বড় সুজন, সুখ-দুখ তা'র একই বৃন্তে॥
সুরাসুর মিলি সাগর মথিল,
অমৃত গরল উভয়ি উঠিল।
এমন সকলি আঁধার বিজলি উঠিছে ভাসিছে ডুবিছে বিশ্বেতে॥
যে অঙ্গে তোমার সুবাসিত চন্দন,
সেই অঙ্গ হ'বে ধূলায় লুণ্ঠন।
শৃগাল কুক্কুরে করিবে ভক্ষণ, নয়ন রঞ্জন নয়ন মুদে॥
ভিক্ষুক বলে ওরে পাগল মন,
সুখ দুঃখ দুই একই রতন।
সুখে দুখে কর নাম সংকীর্ত্তন, হ'বে না আর জনম নিতে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ২৯

রাগ—কেদার ( কেদারা )। তাল—দাদ্রা।

ভজন অঙ্গ।

ওহে নারায়ণ, আমার সাধন তুমি কর সাধনা।
আমার সাধন—তুমি আপন, আমার মঙ্গল তোমার সাধনা॥
( তুমি ) সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলা বল,
রোগে শোকে দাও সান্ত্বনা।
অমঙ্গল তড়িৎ-মঙ্গল যে করে তব আরাধনা॥
আমার সাধন তোমার ধ্যান, ধারণা তোমার সাধনা।
তুমি আমায় বক্ষে ধর ধারণাতে যায় জানা॥
তোমার লক্ষ্যে লক্ষ্যস্থির,
শ্রদ্ধানন্দের আত্মমন্দির।
আত্মদেবতা আত্মপূজারী, আত্মজ্ঞান শেষ সাধনা॥

গীত নং ৩০

রাগ—কেদার ( কেদারা )। তাল—একতালা।

খেয়াল অঙ্গ।

নিশ্চিন্ত হইতে চাও যদি চিতে চিন্তামণির চিন্তায় হও রে মগন।
চিন্তা না করিলে নিশ্চিন্ত কি মিলে, চিন্তাই নিশ্চিন্তের কারণ॥
চিন্তাসাগরে হইলে মগন, সাগরগর্ভে মিলিবে রতন।
র'বেনা আর অভাব অনটন, পঞ্চ ভূতেই পা'বে পঞ্চরতন॥
পঞ্চরতন অঘটন ঘটন, ব্যোম পরিমলে একত্বে পরম।
পরম পরমে মহামিলন, একান্তে হয় কান্ত দরশন॥
কান্ত-কান্তায় কথোপকথন, পরম শান্তি শান্ত চেতন।
নিশ্চিন্ত শিখরে চিন্তা-বিরাম, জন্ম-মৃত্যু কোথায় তখন॥
নবঘন শ্যাম পঞ্চরতন,
নাহিক মুক্তি নাহিক বন্ধন।
পরব্রহ্মে পরম ধ্যানে শ্রদ্ধানন্দ মহামগন॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৩১

রাগ—কেদার ( কেদারা )। তাল—তিনতাল ( তেতালা )।

ঠুংরি অঙ্গ।

কাল সকালে পেয়ে হরি নাচ্‌তে লাগলাম মাথায় করি।
আজ সকালে সন্ধ্যা হ'ল হরি ক'রলে হরি চুরি ॥
চুরি করা কিশোর সাধন,
ননী চুরি, মাখন চুরি।
চোর অপবাদ গণি প্রমাদ হরণ বিদ্যা ক'রলে জারি ॥
বস্ত্র হরণ, নারী হরণ,
জাত হরণে পারিজাত
ত্রিপুর জয়ে ত্রিপুরারি, তিন হরণে তুমি হরি ॥
শ্রদ্ধানন্দের সাধন সহজ,
লজ্জা-ঘৃণা-ভয় হরিয়া।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম জিতিয়া সিদ্ধি দিলেন ত্রিপুরারি ॥

## গীত নং ৩৩

রাগ—ছায়ানট। তাল—দাদ্‌রা।

আধুনিক অঙ্গ।

নব বর্ষ বসুধা'পরে প্রণমি সত্য সুন্দরে।
সত্য মোদের মঙ্গল ভাতি, খ্যাতি বিশ্বচরাচরে ॥
বিশ্ব নহে সত্য ছাড়া, দৃশ্য মাঝে ঋতম্ভরা।
সগুণ সত্য তিন পিয়ারা নির্গুণ সত্য সহস্রারে ॥
ব্রহ্ম সত্য, ঈশ্বর ধর্ম্ম, ঈশ্বর সত্য জীবের মর্ম্ম।
জীবের গতি ঈশ্বর ভক্তি মুক্তি সত্য সুন্দরে ॥
সত্য-নিষ্ঠ মঙ্গল ধ্যান, ঈশ্বর সত্য সদা চিন্তন।
নববর্ষ ফুল্ল-আনন, আনন্দ মগন হরিহরে ॥
শিবশক্তি বিষ্ণুভক্তি, গ্রন্থিভেদ পরাৎপরে।
শ্রদ্ধানন্দ সর্ব্বস্বান্ত, পরম শান্ত মহেশ্বরে ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৩৩

রাগ—ছায়ানট। তাল—একতাল ( একতালা )।

খেয়াল অঙ্গ।

কোথায় আছ তুমি সদাই ভাবি আমি, তুমি নাই বল কোন্‌খানে।
জাগ্রত স্বপনে জেগে দেখি প্রাণে, তুমি আছ ভূত-ভাবী বর্ত্তমানে॥
সুষুপ্তি-মোহন অচিরবন্ধন,
আনন্দ ঘন চিরন্তনে।
আছে কি হেন ঠাঁই যেথায় তুমি নাই, মরণে পাই দেখি নিবেদনে॥
তুমি বন্ধু, তুমি সখা,
সীমান্তে পাই তোমার দেখা।
তৃষিত নয়নে চাহিয়া দেখি দৃষ্টি সৃষ্টি আকিঞ্চনে॥
বাঞ্ছিতপদ যোগি সম্পদ,
চিরসঞ্চিত পুণ্যক্ষণে।
মানব-জনম তোমার সাধন, সুন্দর তব নাম কীর্ত্তনে॥
বেদান্ত বল্লভ, সাধন দুর্ল্লভ,
সুলভ প্রেম-অভিসারে।
জ্যোতির জ্যোতি অনন্ত বিভূতি নিত্য বসতি সত্য সনে॥
শ্রদ্ধানন্দ বলে কি নামে ডাকিব,
কিরূপে পুজিব বলগো তোমারে।
অনাম অরূপ তুমি অপরূপ সত্য-স্বরূপ নিত্যধামে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ৩৪

রাগ—ছায়ানট। তাল—তিনতাল (তেতালা)।

খেয়াল অঙ্গ।

প্রভাত হইতে সুখ অন্বেষিতে ভ্রমিনু কত না দেশ গো।
আছাড় খাইনু, বেদনা পাইনু, দুঃখ হইল লাভ গো॥
সুখ বলি' যা'রে যাই ধরিবারে,
দেখি দুখ তা'রে রহিয়াছে ঘিরে।
দুখ ছাড়া সুখ রহিতে না পারে, সুখ-দুখ দু'টি ভাই গো॥
যদি থাকে ইচ্ছা সুখেরে লভিতে,
সুখ-দুখে ভাল বাস বিধিমতে।
প্রেমের পরশে দু'টি যা'বে মিশে, সুখ দুখ কিছু নাই গো॥
শ্রদ্ধানন্দ কয় হইয়া বিস্ময়,
সচ্চিদানন্দ আনন্দময়।
প্রেম নিকেতন দিব্য দরশন আপনার কোলে আপনি গো॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৩৫

রাগ—মিশ্র খাম্বাজ। তাল—দাদ্‌রা। ( ধুমালি )।

ঝুমুর।

ওহে ছদ্মবেশি, কে এসে দাঁড়ালে।
কোন্ দেশী বেশ তোমার এ বেশ আমায় হাসালে॥
আড়াল করি পরিবেশ,
দাঁড়ালে পিছনে এসে গো।
আমি তোমায় সাম্‌নে দেখি, তুমি আমায় কাঁদালে॥
ছদ্মবেশ ছেড়ে হরি,
ভদ্রবেশে দাঁড়াও দেখি গো।
বড় সুখী তোমায় দেখে, তোমার প্রেমে মজালে॥
মনের কথা যথা তথা,
বল'তে বড় মনোব্যথা গো!
ব্যথাহারী তুমি হরি এই কথা সবাই বলে॥
সবার কথা থাকুক এখন,
আপন কথা বলি আগে গো।
শ্রদ্ধানন্দ ছদ্মবেশে তোমায় এ বেশ পরা'লে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ৩৬

রাগ—খাম্বাজ। তাল—তিনতাল ( তেতালা )।

খেয়াল অঙ্গ

সুখ শায়রে পাঠিয়ে তারা মা সুখের কেন ইচ্ছা দিলি ॥
দুখ আসে মাগো সুখেরি আকারে,
দুখের কথা মাগো বলিব বা কা'রে।
দু' একটা মা ঠারে ঠোরে দুখের কথা তোরে বলি ॥
সুখের যদি না ইচ্ছা হ'ত,
( তবে ) দুঃখ কি মাগো দুঃখ দিত।
দুঃখ আপনি মিত্র হ'ত, আমি দিতাম ( মাগো ) হাততালি ॥
কালের কোলে মা সদাই ন্যাংটা,
তবুও লজ্জায় মন ভ'রে দিলি।
আবার উলঙ্গে ঢাকিয়া অঙ্গ কালের বুকে তুই আছিস্ কালী ॥
আপন হ'তে মা পর কি ভাল,
পরের ঘরে ঘর করালি।
পরের অন্নে জীবন যাপন—দেশবিদেশে রটিয়ে দিলি ॥
ভিক্ষুকের দুঃখ আগাগোড়া,
কত দুখ আর বোলবো তারা।
সম্পত্তি ছিল 'আমার, আমি' সেটারো মাথা খেলি ॥


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৩৭

রাগ—মিশ্র খাম্বাজ। তাল—বিলম্বিত তিনতাল ( যৎ )।

খেয়াল অঙ্গ

শ্মশানবাসী করলি আমায় শ্মশান ভাল বাস তুমি।
হৃদয় শ্মশান মহাশ্মশান কর মা আমার হৃদয়খানি॥
তাথই তাথই তাথই থিয়া,
মায়ের নাচে শ্মশান-হিয়া।
কামক্রোধ দগ্ধ কৈয়া নাচ মা শ্যামা উলঙ্গিনী॥
যা'র বুকে মায়ের চরণ,
মরণ ভয়ে ভীত মরণ।
পরম ভক্ত শৈবশাক্ত জীবন্মুক্ত বেদবাণী॥
নিত্য নিরঞ্জন শিবসনাতন,
আলো করেন শ্মশানভুমি।
শিবের আলোয় যোগের তিলক পরিয়ে দেন গো মা জননী॥
মহাযোগী মহেশ্বর,
শ্মশানবাসী দিগম্বর।
শ্রদ্ধানন্দ শ্মশানবাসে চরণ-আশে ত্রিনয়ণি॥

গীত নং ৩৮

রাগ—বেহাগ। তাল—দাদ্রা।

ভজন অঙ্গ।

আমার মন, আমার অগোচরে মনে মনে কর সাধনা॥
তোমার বুদ্ধিবল ক'রেছে চঞ্চল এই তো আমার বন্দনা।
হে চঞ্চল, সাধন দুর্ব্বল, বিফল সাধনা॥
বুদ্ধি শুদ্ধি কর আগে, তা'র পর কর সাধনা।
আত্মবল অচঞ্চল, বিবেক দিবে মন্ত্রণা॥
আত্মপ্রত্যয় সাধন সমাধি, বিবেক শুধু এই অবধি।
আত্মস্বরূপ নারায়ণ—ঘুচে আত্ম প্রবঞ্চনা॥
এক নারায়ণ সর্ব্বঘটে, নারায়ণ দর্শন তা'রই ঘটে।
শ্রদ্ধানন্দ বলে নারায়ণ তটে নারায়ণে শেষ বন্দনা॥



 CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৩৯

রাগ—বেহাগ। তাল—একতালা।

খেয়াল অঙ্গ। বাংলা পদ্ধতি।

জীবন মরণ বন্ধু আমার তুমি আছ বহু দূরে।
আমি এপারে, তুমি ওপারে, সপ্ত সিন্ধু ভয়ঙ্করে ॥
ওহে জন্মসখা, তোমার দেখা আমায় ক'রেছে চঞ্চল।
তুমি অচঞ্চল, ক'রলে পাগল আমার আত্মবল হরণ ক'রে ॥
তুমি দূরে থাক তাহে ক্ষতি নাই, আত্মশক্তি ভক্তি যদি ফিরে পাই।
তোমার করুণাসিন্ধু, আমার ভবসিন্ধু, দুই বন্ধু অক্ষরে ॥
অক্ষর-ধ্যানে সিন্ধু শুখা'ব, বন্ধু পা'ব আপন ঘরে।
শ্রদ্ধানন্দের কি আনন্দ—আনন্দ স্ফূরে চরাচরে ॥

গীত নং ৪০

রাগ—বেহাগ। তাল—তিনতাল (তেতালা)।

খেয়াল অঙ্গ।

যথায় ডুবিবে তথায় রতন পা'বে রতনের কোথাও অভাব নাই।
একটি রতন বিশ্বব্যাপী, স্থান কাল তা'র ভেদ নাই ॥
রতন যদি চাও তবে ডুবে যাও,
ভেসে ভেসে আর কেন বা বেড়াও।
ভেসে ভেসে যা'বে, সুখে দুঃখ পা'বে, রতনেও রতন পা'বে নাই ॥
দৃশ্যমাঝে আছে অদৃশ্য রতন,
অদৃশ্য এই দৃশ্য চেতন।
দৃশ্যমাঝে ডুবেছে যে জন দৃশ্য-অদৃশ্য তা'র ভেদ নাই ॥
সিদ্ধগণ অভিসারে
ভিক্ষুকের মন আজ বিচারে।
এমন বিচার যাক্ ছারেখারে নির্ব্বিচারে ভাবোনা ভাই ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৪১

রাগ---দেশ। তাল—দাদ্‌রা।

ঠুংরি অঙ্গ।

কত সুন্দর সুন্দরে, শিবসুন্দর মম অন্তরে॥
সুন্দর আশে ত্যজি গৃহবাসে, বনবাসে ফিরি শীর্ণ কলেবরে॥
জঠরজ্বালা হৃদয়ে বহিয়ে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি পশু সম হ'য়ে।
( কেহ ) দেয় মুষ্টি-অন্ন দেহ অবসন্ন, কেহ বা বিতাড়ে॥
অন্তরে বিরাজে অন্তরযামী,
অন্তরে রাখি' ত্রিভুবন ভ্রমি।
( আমি ) দিকে দিকে ধাই, কিন্তু না পাই, হাসেন অন্তরযামী অন্তরে॥
শ্রদ্ধানন্দ বলে ওহে প্রিয়বর,
সুন্দর লাগি' হও হে সুন্দর।
( তোমার ) সুন্দর দৃষ্টি দেখিবে সৃষ্টি সুন্দর হৃদয়-মন্দিরে॥

গীত নং ৪২

রাগ—দেশ। তাল—একতালা।

ভজন-অঙ্গ। ( বাংলা পদ্ধতি )।

ধ্যানের মুরতি ধ্যানেতে নিরখি, পরাণ পাগল হ'য়েছে।
আঁখিতে আঁখি, নিরখি আঁখি, আঁখিজলে ধরা ভাসিছে॥
ধরাধর যদি আছ হে কেহ, স্নেহ দিয়ে তবে ধর এ দেহ।
স্নেহ-অভাবে দেহ নাহি র'বে, ভানু এবে তনু গ্রাসিছে॥
মনের আবেগে ধ্যানের সঞ্চার, ধ্যান-প্রবাহে মন নিরাকার।
পরম শান্ত শান্তি-পারাবার, দেহ-মোহ আদি ঘুচেছে॥
সাকার ধ্যানে দেহ অবসন্ন, স্নেহ ভিক্ষা করি পুনঃ পুনঃ।
নিরাকার ধ্যানে চিদানন্দ দেহী নিত্য বিরাজিছে॥
মন প্রাণ দেহ মোহ অপগমে, শ্রদ্ধানন্দ নিত্য রত বিভুধ্যানে।
কোটী ভানু শশীসনে, বিভু পদেই অস্ত গেছে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ৪৩

রাগ—দেশ। তাল—তিনতাল ( তেতালা )।

খেয়াল অঙ্গ।

এসেছ গো তুমি, শান্তি সাধন নমি, চুমিগো তোমার হৃদয় চুমি।
হৃদয় ব্যথা আছে গো গাঁথা, অন্তর জানায় অন্তরযামী ॥
কোন্ অপরাধে কুশল সংবাদে
চিরবঞ্চিত অণু কিঞ্চিতে।
তৃষিত নয়নে চাহি পথ পানে, দিবা-অবসানে প্রভাত গণি ॥
বড় সুসময় অন্তিম সময়,
সুখে দুঃখে হয় প্রাক্তন ক্ষয়।
জনম লইতে ভয় নাহি তা'তে মুক্ত আত্মা নহে মুক্তিকামী ॥
সৎ-চিৎ-আনন্দ ধামে
শ্রদ্ধানন্দ আত্মধ্যানে।
সাধন শান্তি পরম শান্ত কল্পবিরাম তুমি আমি ॥

### গীত নং ৪৪

রাগ—মিশ্র জয়জয়ন্তী। তাল—দাদ্রা।

ঠুংরি অঙ্গ।

আঁখিজল ঝরবে নাকি হিয়া টলমল।
জলে নারায়ণ জলদ-বরণ হৃদয়ে শতদল ॥
হৃদয় দুর্ব্বার
প্রেম সঞ্চার,
অশ্রু অবিরল।
দুই বিন্দু অশ্রু দুই চরণে ফুটিল দ্বিদল ॥
নারায়ণ স্বরূপ,
অপরূপ রূপ,
হেরে জনম সফল।
মরণ সফল হইতে ধায় দ্বিদলে মরণ মঙ্গল ॥
জন্ম-মৃত্যু
ধন্য হ'ল,
মরণ মঙ্গলে।
মৃত্যু মঙ্গল শ্রদ্ধানন্দের জন্ম সার্থক মোক্ষফল।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৪৫

রাগ—জয়জয়ন্তী। তাল—একতালা।

খেয়াল অঙ্গ। ভাতখণ্ডে পদ্ধতি।

দিবা অবসান আজিকার মত, কাল আবার নূতন গান।
বক্ষঃ পাতি লক্ষ্য স্থির, কোন্ পথে আসিবে কাল ॥
কালবন্দনা করি চিরকাল,
নিয়তি নীতি সকাল বিকাল।
সকাল-বিকাল এই পদ্ধতি—জন্মকাল মৃত্যুকাল ॥
হে কাল করি প্রণাম তোমায়,
আমার এবার মৃত্যুকাল।
জন্মকাল সাক্ষ্য যাহার মৃত্যুকাল তা'র মহাকাল ॥
কাল রথী, নিয়তি সারথী,
মহাযাত্রায় উভয় সৎকার।
শ্রদ্ধানন্দের অনুভূতি জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই মহাকাল ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৪৬

রাগ—জয়জয়ন্তী। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )

খেয়াল অঙ্গ।

কে গো মা তুমি, চিনেছি যে আমি, অচিন্ত্যরূপিনী তোমায় কয়।
তুমি না চেনা'লে কে চিনিবে তোমায়, এমন সাধ্য বল কা'র বা ধরায়॥
পরমা প্রকৃতি সীতা সাবিত্রী,
ভার ধারণে তুমি মা ধরিত্রী।
রাসরাসেশ্বরী পরম ঈশ্বরী,
পতিতপাবনী তোমায় কয়॥
তুমি মা কমলা লক্ষ্মীস্বরূপা,
জগদ্ধাত্রী তুমি কৈলাসেতে উমা।
অবনীতে তুমি দ্বিভুজা প্রতিমা,
সিদ্ধি দিতে এলি দীনের সাধনায়॥
চন্দ্রসূর্য্য তব চরণ নিকরে,
তব রূপতেজে শমন শিহরে।
জ্ঞানভক্তি শক্তি বিহরে,
কেমনে লুকাবি রূপ ছলনায়॥
মানবী-আকারে এলি ধরা' পরে,
জীবের সাধ্য কি ধরিবে তোমারে।
এমন লুকোচুরি কেন মা শঙ্করি,
ধরি গো ধরি তোমার দুটি পায়॥
সত্যভামা তুমি তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া
আমি গো ভিক্ষুক পূজিব কি দিয়া।
তোমার পূজা তুমি কর মাগো
শান্ত আমি তব শান্তি মহিমায়॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৪৭

রাগ—মিশ্র কাফি। তাল—কহরবা।

আধুনিক অঙ্গ।

মনের মতন যদি পাই ( মন )।
চরণে চরণে ধরণী লুটাই ॥
ধরণীর তটে অঘটন ঘটে
কখন যা' ঘটে নাই।
তবে যা' ঘটে ঘটুক যা' রটে রটুক,
( আমি ) ওই চরণে নিলাম ঠাঁই ॥
ও চরণ ছাড়া মরণের ঠাঁই,
কোথাও যখন পাই নাই।
এই মদন-মোহন মদন-তাপন,
সঙ্গে ওরা দুই ভাই ॥
তিনটি ভাইয়ে কোলাকুলি,
তিন জনেই হরি বলি।
( তাই ) শ্রদ্ধানন্দের আজ আনন্দ পেয়ে তিনে এক ঠাঁই ॥

গীত নং ৪৮

রাগ—মিশ্রকাফি। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )।

ঠুংরি অঙ্গ।

আমার মানস মন্দিরে ভাবনা দেবতা জাগ্রত স্বপনে ॥
কে করে কা'র ভাবনা,
এখন আমার এই ভাবনা।
যা'র ভাবনা সে যদি ভাবে, আমি কেন কাঁদি অকারণে ॥
মোর ভাবনা শুন নারায়ণ,
কবে হ'বে হরি-হর মিলন।
বুদ্ধি সমর্পণ নারায়ণে, মন্দির অর্ঘ্য শিব সদনে ॥
বিন্দু নাদ সিন্ধু স্নানে,
ভাবনা মঙ্গল সন্ধিক্ষণে।
হরিহর মিলন হ'বে যখন, শ্রদ্ধানন্দ র'বে মহাধ্যানে ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ৪৯

রাগ—কাফিসিন্ধু। তাল—বিলম্বিত ত্রিতাল ( যৎ )।

খেয়াল অঙ্গ।

( আমার ) যাহা কিছু আছে, আছে বা না আছে
সকলি তোমার ঠাঁই।
( আমি ) পেয়েছিনু যাহা হারাইনু তাহা,
আমি আর আমার নাই ॥
যাহা পাই নাই তাহা হারাই নাই,
কে পেয়েছে তোমায় ( আমি ) শুধাই তাই।
কে জানিত এমন, যোগিঋষিগণ
তা'রাও তোমায় পায় নাই ॥
তুমি পাও নাই আমি বুঝিনু তা'ই,
আমি যখন পাই নাই।
তোমায় আমায় অভেদ গণি,
ভেদ-ভাবনা ভাবি নাই ॥
যোগিঋষিগণ বুঝিল যখন,
কে কাহারে আর পা'বে হায়।
অমৃত বাণী অমৃতে বাখানি—
এক ব্রহ্ম দুই নাই ॥
শ্রদ্ধানন্দ ব্রহ্মধ্যানে,
জগৎব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞানে।
নামরূপ অবসানে—
বিজ্ঞানে বিজ্ঞপ্তি নাই ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৫০

রাগ—বাগীশ্বরী ( বাগেশ্রী )। তাল—দাদ্‌রা।

ঠুংরি অঙ্গ।

ওহে অসমিয়া, শুন মন দিয়া,
অসময়ে তুমি এসনা।
সময় হ'লে ডাক্‌ব আমি,
তখন এস আর যেওনা ॥
তুমি যখন যাও গো চলি,
আমি যাই যে মন্ত্র ভুলি।
জপে আমার মন বসেনা,
বেদনা আমার সাধনা ॥
তুমি যখন নিত্য আ'স,
আমার সঙ্গে জপে বোসো।
তোমার জপ তোমায় লাগ্‌বে ভাল,
মন্ত্র আমার চেতনা ॥
তোমার মন্ত্রে কি মন্ত্রণা,
মন্ত্রে তন্ত্রে আনাগোনা।
অজপা জপে জপচেতনা,
আমার হৃদে তোমার থানা ॥
এক আসনে এক বসনে,
কোরবো আমি এক সাধনা।
এক ভিন্ন যে দুই নাই—
শ্রদ্ধানন্দের শেষ বন্দনা ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৫১

রাগ—বাগীশ্বরী ( বাগেশ্রী )। তাল—একতালা।

খেয়াল অঙ্গ। বাংলা পদ্ধতি।

বিশ্বেশ্বর হরি, এ বিশ্ব তোমারি, আমিও তো নহি তোমা ছাড়া।
অজ্ঞান চক্ষুতে পাইনা দেখিতে, তবুও তো নহি তোমা হারা॥
তুমি বিশ্বনাথ বিশ্বের কারণ,
বিশ্বশক্তিতে বিশ্ববিরচন।
একই বিশ্ব হ'তেছে দৃশ্য, অনন্তরূপে অনন্তধারা॥
বিশ্ব জাগরণ বিশ্বই স্বপন,
বিশ্বে বিশ্ব হয় সম্মেলন।
অনন্ত বিশ্ব করি আকর্ষণ সুষুপ্তিতে হয় আনন্দ ভরা॥
শিবস্বরূপেতে সদা বিদ্যমান,
সাক্ষীমাত্র জ্ঞানাতীত জ্ঞান।
ভিক্ষুকের সব হ'লে সমাধান বিশ্বপ্রকৃতির ঘুচিবে আঁধার॥

## গীত নং ৫২

রাগ—বাগীশ্বরী ( বাগেশ্রী )। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )।

খেয়াল অঙ্গ।

এই যে বিশ্ব হ'তেছে দৃশ্য, চ'লেছে কোন্ অদৃশ্য কলে।
না জেনে তত্ত্ব হইয়ে মত্ত "আমি" কর্ত্তা কর্ত্তা বলে॥
যে বুঝেছে কলের মর্ম্ম,
সে জানেনা ধর্ম্মাধর্ম্ম।
এক দৃষ্টিতে করে কর্ম্ম, দৃষ্টি দেখে মন-পাগলে॥
মন-পাগলের ( মন ) পরিপাটি,
এক বস্তু তা'র সোনা মাটি।
বন্ধন-মুক্তি শব্দ দু'টি এ দুটোও তা'র কলে ফলে॥
সবই যদি কলে চলে,
ভিক্ষুক কি করিলে তবে।
সাক্ষীমাত্র সাক্ষ্য দিবে, বুঝবে সেটা শূন্য হ'লে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৫৩

রাগ—বাহার। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )।

ঠুংরি অঙ্গ।

ওহে বনমালি, প্রাণ দিব ডালি, ধোরোনা তুমি রাধার পায় ॥
যুগল বেশে দাঁড়াও হরি,
যুগল নয়নে যুগল হেরি।
প্রাণ রাধা মন চন্দ্রা অর্ঘ্য দিব যুগল পায় ॥
বুদ্ধি শুদ্ধি ষোড়শ কলায়,
ষোড়শ গোপিনী চামর ঢুলায়।
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র কামগন্ধ নাহি তোমায় ॥
শ্রদ্ধানন্দ প্রেমগানে,
বৃন্দাবনে গোপিসনে।
প্রেমময় রাধাসনে নিত্যলীলা রাসলীলায় ॥
যোগযুক্ত মনঃপ্রাণ,
চক্রভেদী পূর্ণকাম।
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণধাম পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় ॥

গীত নং ৫৪

রাগ—বাহার। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )।

খেয়াল অঙ্গ।

ওহে ভগবান, চিরশান্তি দান', গাহি তব গান বিপদে।
সম্পদে যদি ভুলে যাই হরি, ( তবে ) বিপদ দিও পদে পদে ॥
এমন বিপদ দাও হে হরি,
সম্পদ যেন দূরে থাকে।
তুমি যখন আসবে কাছে সম্পদকে নিও ডেকে ॥
বিপদ-সম্পদ জ্ঞান-ভক্তি,
তোমায় পেয়ে হ'বে সুখী।
যা'র যতটুকু র'বে বাকি পূর্ণ হ'বে রাঙ্গা পদে ॥
বিপদ সম্পদ শিরে করি',
পরম পদ বক্ষে ধরি।
শ্রদ্ধানন্দ আনন্দ বিভোর চিরশান্তি বিন্দু-নাদে ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ৫৫

রাগ—আড়ানা। তাল—তেওরা।

ধ্রুপদ অঙ্গ।

মৃত্যুকালে নিলে কোলে, জন্ম গেল চরণতলে।
জন্মমৃত্যু ধন্য হ'ল, নৃত্য করি ববম্ ব'লে॥
সুখ ছিল মা যত কিছু,
প্রাণঢেলে তো সব দিয়েছ।
দুখের দুখী হ'য়ে আমি বন্দী হ'লাম নয়নজলে॥
মায়ের কাছে সব পেয়েছি,
যা' চেয়েছি না চেয়েছি।
তন্ত্রসারে সার বুঝেছি, মায়ের পূজা মা মা ব'লে॥
কৈবল্য সুখ সুখের বিরাম,
বিজ্ঞানে হয় দুঃখ নির্ব্বাণ।
শ্রদ্ধানন্দ পরম পূত মহানির্ব্বাণ মহাকালে॥

### গীত নং ৫৬

রাগ—আড়ানা। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )। খোলা ঠেকা।

ধ্রুপদ অঙ্গ।

কে তুমি ললনা, বিদ্যুৎবরণা, করিছ ছলনা, একি বিড়ম্বনা।
চলি আপন মনে শিবসন্নিধানে, কেন বাধা দাও বল গো বলনা॥
কতভাবে তুমি কতরূপ ধর,
নিমেষে উদয়, নিমেষে সম্বর।
তোমারি মায়াতে বিশ্ব চরাচর জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি মগনা॥
যেবা হও তুমি লইনু শরণ,
তোমার মায়া তুমি কর সংহরণ।
গন্তব্য স্থানেতে করিয়ে গমন পূর্ণ করি মোর হৃদয়-বাসনা॥
গন্তব্য স্থান পরম ধাম,
শ্রদ্ধানন্দ পূর্ণকাম।
পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানবিজ্ঞান, মিথ্যা স্বপন মিথ্যা ছলনা॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৫৭

রাগ—আড়ানা। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )। খোলা ঠেকা।

খেয়াল অঙ্গ

কাল ভৈরব, মহাকাল শিব, কল্পতরু শিব শিব।
কালকামিনী মহাযোগিনী, মহাকালে অভিনব ॥
কাল-আকর্ষণে মহাকাল ধ্যানে,
মগ্নযোগী যোগে নির্ব্বিকার।
দিগম্বরী দিগম্বর অবাঙ্‌মনোগোচর, মহাযোগে আছে মহানুভব ॥
মহাকাল নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকারে নির্ব্বিকার,
দিগম্বরী দিগম্বর দেবমানব দুর্ল্লভ।
শ্রদ্ধানন্দের বাক্যমন, আত্মতুষ্টি আত্মচিন্তন, দিব্যদৃষ্টি মহাকাল
মহাশক্তি মহাশিব ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৫৮

রাগ—মালকোশ। তাল—দাদ্‌রা।

ঠুংরি অঙ্গ।

সকল সাধ মিটেছে আমার, আশা তো পূরিল না।
তোমার আশায় ব্যর্থ সাধন, সবার কাছে ব'লবনা॥
তুমি যখন দাঁড়া'লে হেসে,
সাধন-সমাধি-চিদাকাশে।
তুমি ছিলে কিনা তুমিই জান, আমি তো তখন ছিলাম না॥
সাধন সমাধি হইল সাধন,
চৈতন্য সমাধি শুন নারায়ণ।
অন্তিম সময়ে আমি যদি ভুলি তুমি যেন ভুলে থেকোনা॥
মরিবার তরে যে জন মরে,
নারায়ণ থাকেন তাঁর শিয়রে।
জন্মিবার তরে যা'দের মরণ, তা'দের হয় মৃত্যু যন্ত্রণা॥
শ্রদ্ধানন্দের কাতর মিনতি,
শুন রাধানাথ, শুন যদুপতি।
আশাপূর্ণ মোর পরম গতি—তোমা ছাড়া কেহ জানেনা॥

গীত নং ৫৯

রাগ—মালকোশ। তাল—একতালা। বাংলা পদ্ধতি।

খেয়াল অঙ্গ।

হে মোর দেবতা, প্রাণের বারতা, স্থিরতা কিছুই নয়॥
মৃত্যু ভুলি তোমারে ভুলিয়া,
আপনারে ভুলে যায়।
তিন ভুলে তা'রা বদ্ধ পাগল গ'লে যায় মমতায়॥
ওহে শ্রীনিবাস, শুন নারায়ণ,
রক্ষ বিপদে বিপদবারণ।
মমতা মঞ্চে পাশা খেলে নর—প্রকৃতি পুরুষ দুজনায়॥
অস্থি নির্ম্মিত পাশা সর্বনাশা,
স্ত্রীপুত্রকন্যা করি কত আশা।
পাশার নেশায় সর্ব্বস্ব হারায়, শেষে অন্ধের দাস হায়॥
ধর্ম্মরাজ হায় ধর্ম্ম মমতায়,
কত লাঞ্ছনা পঞ্চ ভ্রাতায়।
ধর্ম্ম সত্য প্রত্যক্ষ নারায়ণ—শ্রদ্ধানন্দ কহে নরের আশ্রয়॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৬০

রাগ—মালকোশ। তাল—ত্রিতাল ( তেতালা )।

(খেয়াল অঙ্গ।

জানিনা কে তুমি।
শুনেছি অন্তর যামী বিশ্ব মাঝে ॥
অন্তর যত কথা বেদনার মালা গাঁথা,
অর্পিত তব চরণে।
তবে কেন হায় রেখেছ হে নাথ বঞ্চনা করি এ দীনে ॥
ঈপ্সিত বাসনায় বৃথা জন্ম কেটে যায়,
শুধু তব কৃপা বিহনে।
বিষাদ কালিমা অন্তর ব্যাপিয়া, বঞ্চিত অমূল্য রতনে ॥
হেলায় হারাইনু অমূল্য রতন
সাধন ভজন বিনে।
শ্রদ্ধানন্দ কয় ওহে দয়াময় স্থান দিও শ্রীচরণে ॥

গীত নং ৬১

স্বর—মিশ্র বাউল। তাল—দাদ্‌রা।

দেহ তত্ত্ব।

খই খেয়ে প্রাণ বাচা'তে ধান বাছা-টাই সার হ'ল, জীবনযাত্রা
ভার হ'ল ॥
আঁচল পেতে খেতে ব'সে,
উড়্‌লোরে খই এক নিঃশ্বাসে।
নিঃশ্বাসে বিশ্বাস হারা প্রাণ রাখা-টাই দায় হ'ল ॥
নিঃশ্বাস বিশ্বাস এক ঠাঁই,
কভুতো রহেনা ভাই।
বিগত শ্বাস বিশ্বাস এতদিনে ঠিক হ'ল ॥
নিঃশ্বাসে যা'র নাই প্রত্যয়,
সে ক'রেছে প্রাণ জয়।
বিশ্বাসে হরি ব'লে মন, জীবন যাত্রায় পাল তোলো ॥
খই যখন না ফুটিল, ধান তো তখন লক্ষ্মী ছিল।
ভক্তি ভরে নত শিরে, সকাল সন্ধ্যায় দিতাম আলো ॥
নিঃশ্বাসে বিশ্বাস হারা,
শ্রদ্ধানন্দ দিশাহারা।
প্রাণজয়েতে কপাল পোড়া, বিশ্বাসেতে কোল দিল ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৬২

স্থর—বাউল। তাল—কহরবা।

দেহ তত্ত্ব।

ও মন, ভাসিয়ে দে তোর তরিখানি, বেলা ডুবে যায়।
জীবন নদীর প'ড়লো ভাটা, খেয়াল (তো তুই) রাখিস্ নায়॥
নোঙর তুলে দে পাল খুলে,
বেলাবেলি চল্‌রে চ'লে।
জয়গুরু ব'লে বোস্ তুই হালে কা'রো কথা শুনিস্ নাই॥
সাগর মুখে তুফান ভারী,
কেমনে তুই মার্‌বি পাড়ি।
আঁধার হ'লে হ'বে দিগ্‌দারি, তরী সামলান হ'বে দায়॥
শ্রদ্ধানন্দের দেহ তরী,
পঞ্চভূতের কারিগরি।
ভূতনাথ কাণ্ডারী ও মন পঞ্চে পঞ্চত্ব পায়॥

গীত নং ৬৩

স্থর—বাউল। তাল–ত্রিতাল ( তেতালা )।

দেহ তত্ত্ব।

(ওরে) মন মাঝারি, হোয়োনা ছোট হোয়োনা বড়।
ধনের স্থখে থাক্‌বে ভাল, ধনীর কথায় কৌপীন পর॥
আপন স্বভাবে মস্ত থাক',
পরের স্বভাব দেখে চল'।
সোজা পথে চলন বাঁকা পা ছুটোকে মাথায় কর॥
মাথার ঘাম যে পায়ে পড়ে,
সেটা কি গো দেখায় ভাল।
ভাল চাও তো মন্দ কর, ভাল লোকের কাঁধে চড়'॥
ভাল মন্দ চেনা ভার,
এ ছুনিয়া কেবল বাহার।
বিনি স্থতায় যুক্ত হার শ্রদ্ধানন্দ গলায় পর'॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৬৪

শ্যামা সঙ্গীত—তাল দাদ্রা।

ভজন অঙ্গ।

শ্যামাসঙ্গীতে নাচ্ মা শ্যামা, সুধাপাত্র করে নিয়ে।
অমৃতের সন্তান বেদের গান, থাক্‌বো কেন মা দুঃখ নিয়ে॥
বিষ পান শিবের দান,
এবার প্রতিদান তোকে দিয়ে।
বিষয় বিষ নিংড়াইয়ে পান করিব মায়ে পোয়ে॥
বিষয় যদি বিষ হয় মা,
শ্যামা বিষয়ে মজুক হিয়ে।
শিবকে আমি গুরু ক'রে, পান করিব নিঃশেষিয়ে॥
গুরুদীক্ষা মহামন্ত্র,
মন্ত্র সিদ্ধ শিব হ'য়ে।
গুরুদক্ষিণা গুরুদত্ত শ্যামাপদ বক্ষে নিয়ে॥
শ্রদ্ধানন্দের বিষয় সুধা
হোলো মাগো এতদিনে।
শিবক্ষেত্রে মাতাপুত্রে একত্রে মিলন হ'য়ে॥

## গীত নং ৬৫

শ্যামাসঙ্গীত—তাল দাদ্রা।

ভজন অঙ্গ।

কালীমায়ের রূপের ডালি, কলি কালে কালোবরণ।
রূপ লুকালি মহাকালে তুই, ক'রবে কে আর কালীদরশন॥
সত্যযুগে উদিত তপন, জ্ঞানিগণের সত্য বচন।
ত্রেতাতে মধ্যাহ্ন তপন, যোগিঋষির কথোপকথন॥
দ্বাপরে সায়াহ্ন তপন, বিশ্বোদরা হাস্যবদন।
কলিতে তুই নিশা বরণ, মহাকালে করিস্ রমণ॥
কলিকালে চিত্ত কালো, তা'ই দেখি গো তোকে কালো!
তোর রূপেতে মহেশ পাগল, রূপলাবণ্যে স্বরূপে মগন॥
শ্রদ্ধানন্দ কালী রূপে ডুবে গেছে (গো) চুপে চুপে।
ভোলারই কি সাধ্য আছে আসল রূপ তোর করে বর্ণন॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ৬৬

শ্যামা সঙ্গীত। তাল—কহরবা।

কাতর উক্তি।

নে, নে, নে, মাগো, দে, দে, দিন তো গেছে চলি'।
দিনের বেদন, রাতের স্বপন, সুখদুঃখে কোলাকুলি ॥
কৈবল্য সুখে সুখের বিরাম,
বিজ্ঞানে হয় দুঃখ নির্ব্বাণ।
সুখ দুঃখ তোমার সন্তান, সুখে দুখে ব'লব কালী ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,
কত লীলাই দেখ্‌লাম কালী।
জাগা ঘুম ভেঙ্গেছে আমার শিব চরণে দিয়ে ডালি ॥
অষ্ট সিদ্ধি দিয়ে বলি,
একবার যদি ডাকি কালী।
এক ডাকেতে চ'মকে উঠে জ্ঞান চক্ষু দিস্‌ মা খুলি ॥
অষ্ট সিদ্ধি অষ্ট দলে,
ডাকি শুধু মা মা বলে।
শ্রদ্ধানন্দ চরণতলে, নে মা তা'রে কোলে তুলি ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৬৭

শ্যামা সঙ্গীত। তাল—দাদ্‌রা।

কীর্ত্তন অঙ্গ।

ওমা শঙ্করি, কি করি না করি, প'ড়েছি আমি কর্ম্মফেরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দেবাসুরে দ্বন্দ্ব করে মা অন্ধকারে॥
অন্ধ আমি, তুমি ত্রিনয়নী,
নিয়ে চল আমার হাত ধ'রে।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, আমি যা'ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পারে॥
কিঙ্করে করুণা তোমার,
তা'ই ডাকি গো মা ডুস্তরে।
পারের কড়ি অশ্রুবারি দিও ভোলা মহেশ্বরে॥
কোন্ ভোলা তা'রে বলে ভোলা,
প্রিয়তমা সে তো বক্ষে ধোরে।
বুকের পাটা হ'য়ে ন্যাংটা নির্ব্বিকারে ধ্যান করে॥
ধর্ম্ম-বাহনে মহেশ্বর,
অধর্ম্ম-বাহনে মহেশ্বরী।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিরে ধরি' নির্দ্বন্দ্ব সহস্রারে॥
শ্রদ্ধানন্দ আনন্দ মগন,
আজি ধর্ম্মাধর্ম্ম-পারে।
পরব্রহ্মে ব্রহ্মময়ী নির্ব্বিকার নিরাকারে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৬৮

শ্যামা সঙ্গীত। তাল—একতালা।

ভজন অঙ্গ।

চাই না গো মা মহামায়া তোর স্নেহ-ছায়া বিষপানে।
সঞ্চিত পুণ্যে বঞ্চিত যদি তুমি থাকিতে অমৃত-পানে॥
অমৃতের সন্তান বেদের গান,
বিষপান তবে কা'র বিধানে।
মানব-জনম পুণ্যপ্রতাপ, সন্তাপ কেন মনে প্রাণে॥
বিষয়-বিষে জর জর,
কাঁপে অঙ্গ থর থর।
ধর গো মা কোলে কর, ( আমার ) মরণ মঙ্গল শিব সদনে॥
শ্বাস-প্রশ্বাস উপবাসে,
প্রাণ ত্যজিব কাশিবাসে।
বিধির বিধি হরনিধি, হরি কথা তুমি ব'লবে কাণে॥
অনেক ভিক্ষাই ক'রেছি সতি,
শেষ ভিক্ষায় এই মিনতি।
শ্রদ্ধানন্দে পরম পদ দিস্ গো মা তুই ভিক্ষাদানে॥

গীত নং ৬৯

স্বর—কীর্ত্তন। তাল—দাদ্‌রা।

ভাঙ্গা কীর্ত্তন।

একদিন সঙ্গ ক'রেছিলাম হরি যে দিন তুমি দূরে ছিলে।
একদিন কত বিরহ ব্যথায় মিলন-চিন্তা নয়ন জলে॥
অচিন্ত্যধন চিন্তামণি, নিশ্চিন্ত ক'রলে তুমি।
অগাধ জলধি নিস্তরঙ্গ নিঃসঙ্গ কোলাহলে॥
একদিন আমি কেঁদেছিলাম হরি, যে দিন তুমি জন্ম নিলে।
একদিন আমি হেসেছিলাম হরি, যে দিন তুমি মৃত্যু কোলে॥
সে দিনের কথা ভুলি নাই হরি যে দিন তুমি কোলে নিলে।
এমন দিন কি হ'বে হরি আসবে তুমি আমার কোলে॥
একদিন প্রাতে যাত্রা স্মরু দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে।
মহাযাত্রায় দৈবসাক্ষী উঠলে তুমি আমার কোলে॥
একদিন আমার যে সাধ ছিল, পূর্ণ আজি তব তপোবলে।
শ্রদ্ধানন্দের সব আনন্দ উৎসর্গ ওই চরণতলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ৭০

স্বর—কীর্ত্তন। তাল দাদ্‌রা।

ভক্তি অঙ্গ।

( একি ) হেরিলাম সখি, শ্যাম একাকী, রাই নাই শ্যাম বামে।
( ওগো ) সত্য কি স্বপন, বল সখিগণ, সত্যই কি হারা'ব শ্যামে॥
স্বপনে হেরিনু রাই-তনু ( আমি ) খোয়াইনু অণু;
শ্যাম হইনু শ্যাম-ধ্যানে।
( আমি ) সত্য কি দেখিনু রাই নাই শ্যাম-বামে,
তবে হারা'ব কি শ্যামে॥
সত্য-স্বপন, ভাগ্য-লিখন, যুগে যুগে রাই কান্দে।
( যুগ-বিবরণ, সখি গো যুগ-বিবরণ )
যুগ-বিবরণ শুন সখিগণ, শ্যামা-হারা রাই শ্যামে॥
শ্যাম যেমন একাকী তেমনি একাকী বহু দেখি আঁখি ভ্রমে।
( শ্রদ্ধানন্দ কয়, সখিগো, সখিগো, সখিগো )
শ্রদ্ধানন্দ কয়, ( শ্যাম ) হারা'বার নয়, একোঽহং শ্যাম বহু শ্যামে॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৭১

স্থর—কীর্ত্তন। তাল—দাদ্‌রা।

ভাব ও ভক্তি অঙ্গ।

( আমার ) একটি স্বপন, শুন নারায়ণ, বেদন নহে তো ভাল।
( আমার ) অন্তর-বেদন আছে বহুদূরে তবু আছে চিরকাল ॥
( আমায় ) শুধাইলে কেহ বলি আছি ভাল,
কিন্তু নহি তো ভাল।
অন্তর-বেদন বলিতে নারিনু কপাল মন্দ হ'ল ॥
( আমার ) জীবন-স্বপন ভুবন ব্যাপিয়া
ভুবন ক'রেছে কালো।
( ওহে ) ভুবনমোহন, বল নারায়ণ, কোথা পা'ব তব আলো ॥
( তুমি ) পর না ভাবিয়া আপন গণিয়া হাত ধ'রে নিয়ে চল।
( আমি ) আপন ভুলিয়া তোমার হইনু তবু তো মন্দের ভাল ॥
( আমার ) মমতায় দেহ করি আলিঙ্গন,
দেহই তো মোর হ'য়েছে বন্ধন।
( আমি ) এক অপরাধে শত-অপরাধী, ব্যাধি কে খণ্ডা'বে বল ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এই দেহে বাস,
তুমিতো আছহে ভাল।
( যদি ) তোমার ভালোয় সন্ধ্যা-সুরভি, ত্রিসন্ধ্যা কর হে আলো ॥
( হরি ) আমার বেদন বোবার স্বপন, স্বপনে মিশিয়া গেল।
( এবার ) শ্রদ্ধানন্দ কয়, ওহে প্রেমময়, তব প্রেমে পেনু আলো ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৭২

স্বর—কীর্ত্তন। তাল—দাদ্‌রা।

যোগ-অঙ্গ।

( বলি ) ওহে ভগবান্, কি হ'বে পরিণাম, একি দিলে হে সাজা।
( আমায় ) ভূত সাজিয়ে নিজে হরি সেজে দেখ্‌ছো হে বেশ মজা ॥
( বলি ) আমার সাজা তোমার মজা হরি,
আমি কি তোমার বাবার প্রজা।
সাল্‌তামামি সময় এলে তখন আমি লুট্‌বো মজা ॥
( যেদিন ) নড়'তে চড়'তে আছাড় খা'ব হরি,
তুমি বইবে ভূতের বোঝা।
'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' তোমার কথায় তোমার হ'বে সাজা ॥
( তুমি ) সাজা-হরি বংশিধারী,
আসল রূপ তো নিরাকারা ( তোমার ) ॥
বৃন্দাবনে রাখাল সাজা, মথুরাতে রাজা সাজা হরি।
এও তো তোমার সাজা বেশ, এরূপ তো তোমার নয়।
( তুমি ) কালী সেজে কলঙ্ক নিলে,
বাঁশি ছাড়তে ভুলে গেলে।
রাধার প্রেমে হ'লে খাজা;
তাই মনে ছিলনা কালী সেজেছ।
হরি হ'য়ে নারী সাজা,
শিবের সঙ্গে ডঙ্কা বাজা।
দশটি তোমার প্রধান সাজা, মৎস্য আদি কল্কি সাজা ॥
ভুলবো না তো,
এ সব রূপে ভুলবো না তো।
রাধারে তুমি ভোলাতে পার,
আমরা তো কেউ ভুল্‌বো না হে।
( তাই ) পরিণামে ( শ্যাম হে ) সন্ন্যাসী সেজে শ্রদ্ধানন্দে দিলে মজা ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৭৩

স্বর—কীর্ত্তন। তাল—একতালা।

বিরহ অঙ্গ।

( ওগো ) শ্যাম যদি সখি আমার হ'ত, চ'লে যেত কি সে মথুরায়।
আমি তো হ'য়েছি শ্যামের জানেন শুধু শ্যামরায়॥
( সখি ) সব সমর্পণ ক'রেছি শ্যামে, শ্যাম-চরণ ধরিল শ্যামে।
( মন্দ বলে, লোকে কত মন্দ বলে, জানেনা বোলে ),
( বলে রাধা কলঙ্কিনী, কুলনাশি রাধা আমারে বলে ),
( সমর্পণ-সুধা পান করেনি, হৃদয়ের ধনে হৃদি সঁপেনি )
( তাই তো তা'রা মন্দ বলে, বলে রাধা কলঙ্কিনী ),
( সখি ) আমি নারী সব সইতে পারি, পাসরিতে নারি শ্যামরায়॥
স্বাক্ষর করিতে রাই-সমর্পণের এসেছিল শ্যাম বৃন্দাবনে।
( লোকে সে সব কথা বুঝবে কেন, বুঝবে কেন ),
( শ্যাম ধরিলে রাইয়ের চরণ, তখনই হ'ত রাইয়ের মরণ ),
( জানেন শুধু শ্যামরায়, রাই বোঝেনা রাই-তত্ত্ব ),
( শ্যাম জানেনা শ্যাম-তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব পরমে রয় ),
নয়ন জলে লিখে গেল রাইমোহন শ্যামরায়॥
লোকচরিতে সাক্ষ্য দিতে শ্রদ্ধানন্দের প্রেম-সঙ্গীতে।
( বাঁশরী বাজায়, রাধা রাধা ব'লে বাঁশরী বাজায় ),
( যাক্ না কেন মথুরায় শ্যাম, থাক্ না কেন মথুরায় ),
( রাইয়ের মন-মথুরায় শ্যাম রাজা, হৃদি বৃন্দাবনে প্রেমের সাজা ),
( প্রেমেতে বাঁশরী বাজায়, রাধা রাধা রাধা ব'লে ),
( রাধার হৃদি-বৃন্দাবনে প্রেমেতে বাঁশরী বাজায় ),
( সে যে ) প্রেমের ভিখারী, প্রেমের রাজা, বুঝে প্রেমিক প্রেমিকায়॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### গীত নং ৭৪

রাগ—মিশ্র খাম্বাজ। তাল—যৎ ( বিলম্বিত ত্রিতাল )।

ভজন অঙ্গ।

( একবার ) দাঁড়া মা সদয়া হ'য়ে, যাস্‌না চ'লে নিদয় হ'য়ে।
অভয় চরণ পূজ্‌বো আমি, রাজীব হু'টি লোচন দিয়ে॥
( ওমা ) তারা-পদে যা'র নয়ন-তারা,
অশ্রুধারায় বসুন্ধরা।
শশী-সূর্য্য-গগনতারা, খ'সে পড়ে মায়ের পায়ে॥
( আমি ) বড় সুখী ( মা ) ত্রিনয়নি,
( আমার ) তিনকুলে কেউ নাই জননি।
ভাগ্যকুলে সাক্ষী তুমি, দেখ্‌বো আমি শেষ সময়ে॥
( মাগো ) পুরুষকার ধ্যানমগ্ন,
কে আছে মা ভাগ্য ভিন্ন।
রাম-কৃষ্ণাদি পূর্ণব্রহ্ম, তাঁ'রাও আসেন ভাগ্য নিয়ে॥
( ওমা ) রামের ভাগ্যে বনগমন,
কৃষ্ণের ভাগ্যে গোচারণ।
( মাগো ) কা'রো ভাগ্যে (তুই) বরাভয়া, কা'রো ভাগ্যে অসি নিয়ে॥
ভিক্ষুক কি বর চাইবে তারা,
তোর বরের বরে তা'র হৃদয় ভরা।
তোর বর তোর বরের ভাল, (আমায়) থাকৃতে দে মা ঝুলি নিয়ে॥
( নে মা তুই কোলে তুলে )॥





CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৭৫

রাগ—মিশ্র বিলাবল। তাল—একতালা ( ভাত খণ্ডে পদ্ধতি )।

খেয়াল অঙ্গ।

( এই ) ভবারাধ্যের ভবে যবে শিবযোগে দেহ পরিণত শবে।
( ওগো ) তোমরা সবে প্রতিষ্ঠিত শিবে শবের সঙ্গে দিবে ॥
সাধন শান্তি কুটীর নাম,
নাম-রূপ মিথ্যা মিথ্যা স্বপন।
কা'র মানে আর অভিমান, শূন্য হৃদয়ে প'ড়ে র'বে ॥
মহানগরী মহাশ্মশান,
বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্ববিধান।
তবে কেন হে ভাবী চিন্তন, অচিন্ত্যের জয় হ'বে ॥
অচিন্ত্যধন চিন্তামণি,
তোমার পরশ পা'ব আমি—
সতীপীঠে শান্তরাণী যে দিন আমায় কোলে ল'বে ॥
বাসনা-বাতুল করে কত ভুল,
নির্ম্মূল তো মহাযোগে।
যোগজননী পশ্চাদ্‌ভাগে শ্রদ্ধানন্দের শৈশবে ॥

## গীত নং ৭৬

রাগ—ভৈরবী। তাল—বিলম্বিত তিনতাল (তেতালা) বা যৎ।

খেয়াল অঙ্গ।

অন্তে গাহি গান।
প্রাণকান্ত ডাকিছে, শ্রান্ত পরাণ ॥
পশু-পাখী-আদি আব্রহ্মস্তম্ব,
বহু জন্ম ধরি' কোরেছি (হে) সঙ্গ।
তোমরা জাগি আমার লাগি', লহ মোর অনন্ত প্রণাম ॥
অনন্ত বিশ্বে গঠিত এ হিয়া,
অনন্ত দরদে দরদিয়া।
অনন্ত ভ্রান্তি প্রশমিয়া, অনন্তে অনন্ত বিশ্রাম ॥
স্থির সব স্থির চঞ্চল পরিহরি',
অর্দ্ধ পুরুষ অর্দ্ধ নারী।
জ্যোতিতে জ্যোতি প্রবেশিল জ্যোতি, শ্রদ্ধানন্দের মহাশয়ান ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত নং ৭৭

রাগ—মিশ্র কাফি। তাল—দাদ্‌রা।

ঠুংরি অঙ্গ।

প্রভু, দাও যদি কিছু দানে।
হৃদয়েতে দিও সহন শকতি, দুঃখ দিও গো প্রাণে॥
সকলে আমারে তুচ্ছ কোরেছে,
কোরেছে গো অবহেলা।
এই জীবনের সবই তো তোমার, যা' দিতেছ ক্ষণে ক্ষণে॥
তোমারি দেওয়া ঘৃণা অবহেলা,
লইয়া কাটা'ব জীবনের বেলা।
বেলা শেষে যদি আসি তব পাশে ফিরায়োনা অপমানে॥
আঘাত দাও গো তারে এ বীণারি,
তব নাম যেন ওঠে সে ঝঙ্কারি'।
তব গানে যদি তোমারেই সাধি রহিওনা অভিমানে॥
কমল চরণে মিনতি জানাই,
এ ছাড়া আর সাধ কিছু নাই।
অন্তিম শিয়রে দিও দরশন, স্থান দিও শ্রীচরণে॥

গীত নং ৭৮

রাগ—মিশ্র জয়জয়ন্তী। তাল—একতালা। ভাতখণ্ডে পদ্ধতি।

ভজন অঙ্গ।

(মা) তোরে ডেকে ডেকে জীবন গেল কেটে।
আর কেন বৃথা ডাকি বারে বার॥
পারেই যদি যা'ব আপন পুণ্যবলে।
তবে কেন আর ডাকি মা মা ব'লে।
ললাটে যা' লেখা তা'ই যদি হ'বে।
তোর নামের মালা কেন রটি আর॥
তোমারে তারিণী কেন গো মা ক'ব।
আপন কর্ম্মফলে যদি ত'রে যা'ব।
কমলের মিনতি শোন্ মা মহেশ্বরি।
অন্তিম কালে দেখা দিস্ মা একবার॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## গীত নং ৭৯

শ্যামাসঙ্গীত। তাল—একতালা। বাংলা পদ্ধতি।

খেয়াল অঙ্গ।

কি সুরে বেঁধেছ বীণা সে যে গো মা-সুর বলে।
এমন সুরে বাঁধ মা তারে শুধু যেন মা সুর বলে॥
যদি বলি ভৈরবী সাধ মন,
সে তো গো মা ভৈরব সাধে।
যদি বলি তুমি গৌরী সাধ সে তো গো মা শাঙ্কর আরাধে॥
যদি বলি বাগীশ্বরী সাধ মন,
সে তো শিবভৈরব সাধে।
যদি বলি তুমি দুর্গা সাধ সে তো কেদার দেয় মা চলে॥
যদি বলি রামকেলি কর মন,
সে তো শ্যামকল্যাণ ধরে।
কৃষ্ণকীর্ত্তন গাইতে বলি, শ্যামা সঙ্গীত সুরু করে॥
সুর-অসুরের মাঝে প'ড়ে মা,
রাগ-বিরাগ সব গেছি ভুলে।
তুই গো মা সুরেশ্বরী সুরে বাঁধ্ মা এ কমলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নং ৮০

## শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রম্ ॥

ওঁ ঐঁ গুং শ্রীগুরুবে নমঃ।

ওঁ শ্রদ্ধানন্দম্ সদানন্দম্ ত্রিগুণাতীতমব্যয়ম্।
সৌম্যম্ শান্তমনাঘ্রাতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১

ওঁ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-সংসারার্ণবতারকম্।
স্নিগ্ধভাস্বরমমোঘম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২

ওঁ স্মিতেন্দুসন্নিভম্ দিব্যশ্চিরামলমনোহরম্।
সুশান্তং সুমহান্তঞ্চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩

ওঁ সেব্যমারাধনীয়ঞ্চ সর্ব্বসৌখ্যবিধায়কম্।
নিরালম্বাশ্রয়ন্তীর্থং ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
ভেদজ্ঞানাজ্ঞানহরম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪

ওঁ অজ্ঞানধ্বংসকম্ ব্রহ্ম ত্রাণায় বিজয়াম্বিতম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫

ওঁ দেহিনো দর্পহারিণম্ সুখদুঃখসমীকৃতম্।
সর্ব্বপাচ্ছান্তিনায়কং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬

ওঁ "অনেকজন্মসম্প্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭

ওঁ চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং চিদানন্দঘনস্বয়ম্।
সচ্চিদানন্দরূপিণং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮

ওঁ আত্মন্যাত্মসমাহিতং তুরীয়ং সুবিপশ্চিতম্।
ভবব্যাধিভয়হরং জয় শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯

ওঁ সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং পারংগতায় বেধসে।
জ্ঞানানন্দ স্বরূপায় বিভবে হি নমো নমঃ ॥ ১০

ওঁ তৎ সৎ——ইতি

ভিক্ষুসন্তানৈকেন সুধানন্দেন বিরচিতং গীতঞ্চ।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi